তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন: প্রেক্ষাপট লালবাগ

সময় টিভি চ্যানেলে প্রকাশিত সংবাদের সার সংক্ষেপ:

গত ১৮/০৩/২০১৯ ইং তারিখ সময় টিভি চ্যানেলে নিরপরাধ বিউটি বেগমের ৩ মাসের শিশুসহ জেল খাটার সংবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত টিভি চ্যানেলে বলা হয় যে, অভিযোগকারী মোঃ আলী হোসেন নিজের ও আসামী বিউটি বেগম গং ৭ জনের ভূয়া ঠিকানা ব্যবহার করে ঢাকা সিএমএম কোর্টে মিথ্যা মামলা করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা নিরূপনের জন্য ইনকোয়ারী করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইনকোয়ারীর দায়িত্ব এস.আই. মোঃ গোলাম রাব্বানীকে হাওলা করেন। এস.আই. মোঃ গোলাম রাব্বানী কোন প্রকার ইনকোয়ারী না করেই অভিযোগকারী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা আছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়ারী রিপোর্টের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর কেস আমলে নেন ও আসামীদের প্রতি ওয়ারেন্ট ইস্যু করেন।

অভিযোগ আমলে গ্রহণ:

সময় টিভি চ্যানেলে প্রকাশিত বিউটি বেগমের সংবাদটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের দৃষ্টিগোচর হলে তাৎক্ষণিকভাবে ২ সদস্যের কমিটি গঠন করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

তথ্যানুসন্ধান কমিটির সদস্যগণ:

১। আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

২। মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন, উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

মতামত:

তথ্যানুসন্ধান কমিটি মনে করে যে, আলী হোসেন আদালতের সামনে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে সি.আর. ৪৭৮/১৮নং মামলাটি দায়ের করেছে। মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে তার নিয়োজিত আইনজীবী মোঃ রুবেল আল মামুন যথেষ্ঠ সতর্কতা অবলম্বন করেন নি বা আলী হোসেনের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা পত্র আছে কি না তা যাচাই করেন নি। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় এই যে, ইনকোয়ারী অফিসার মোঃ গোলাম রাব্বানী আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করেই এবং ঘটনাস্থলে না গিয়েই কাল্পনিকভাবে ইনকোয়ারী রিপোর্ট দাখিল করেছেন।

সুপারিশসমূহ:

১। সি.আর. ৪৭৮/১৮ নং মামলার অভিযোগকারী মোঃ আলী হোসেনকে দ্রুত গ্রেপ্তারপূর্বক তাকে মিথ্যা মামলা দায়ের ও নির্দোষ মানুষকে বিনা অপরাধে জেল খাটানোর দায়ে আইনের আওতায় আনা।

২। ইনকোয়েরী অফিসার মোঃ গোলাম রাব্বানীর বিরুদ্ধে কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া।

৩। আইনজীবীগণ যেন মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূয়া মামলার বিষয়ে অধিকতর সতর্ক থাকেন সে বিষয়ে ঢাকা আইনজীবী সমিতির নিকট অনুরোধপত্র প্রেরণ।